দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 1 9 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

সরকারী পুরস্কারে অসঙ্গতি ॥ স্বাধীনতা দিবস পদকের অর্থমান এখনও ৫০ হাজার টাকা

হাসান হাফিজ ॥ সরকারী উদ্যোগে পদক-পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু পীড়াদায়ক অসঙ্গতি ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এবার বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কারের অর্থমান ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে এক লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

সরকারী পুরস্কারে

(প্রথম পাতার পর)

সম্মানিত পুরস্কার 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' এর অর্থমান এখনও ৫০ হাজার টাকাই রয়ে গেছে। সরকারী আরেকটি সম্মাননা- একুশে পদকের এককালীন অর্থমান ৪০ হাজার টাকা ও তিন ভরি ওজনের স্বর্ণপদক। টাকা এবং পদক মিলিয়েও কিন্তু এক লাখ টাকা হয় না।

বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কারের অর্থমান বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত লেখক মহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পুরস্কারের অর্থমান বাড়ানো হবে না কেন? যেসব সরকারি ও আধাসরকারী সংস্থা বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর উদ্যোগে যেসব পুরস্কার দেশের জ্ঞানীগুণী ও কৃতীজনদের দেয়া হয়, সে পুরস্কারগুলোর অর্থমান একেকটির একেকরকম। এ ব্যাপারে একটি সমন্বিত সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন অবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্বজ্জন ও সুধীমহলের দাবি, যেগুলোর অর্থমান কম রয়েছে, সেগুলো বৃদ্ধি করা হোক। যাঁরা সারাজীবন ধরে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য উজ্জ্বল অবদান রেখেছেন, তাঁদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়টিও বিবেচনা করা দরকার। যেমন সরকারী যানবাহনে স্বল্প ভাড়ায় ভ্রমণসহ অন্যান্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধা।

বাংলা একাডেমীর মতো আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এশীয় দ্বিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীতে দেশী-বিদেশী তিন জন শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে তিনটি গ্র্যান্ড প্রাইজ দিয়ে থাকে। প্রতিটির অর্থমান এক লাখ টাকা। ১৯৮১ সাল থেকে সূচিত চারুকলার এই আয়োজনটি দেশে-বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। গোড়ার দিকে অর্থমান ছিল ২৫ হাজার টাকা। বাড়িয়ে ৫০ হাজার ও পরে এক লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়। এই প্রদর্শনী হয় দু'বছর পর পর। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী একটি সাহিত্য পুরস্কার দেয়, অর্থমান ২৫ হাজার টাকা।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান জনকণ্ঠকে বলেন, অর্থমান তো বাড়ানো উচিতই। নীতিমালারও প্রয়োজন আছে। তবে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার সংক্রান্ত বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এখতিয়ার। কয়েক দফা মন্ত্রিপরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদের বক্তব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।